আজকের কাগজ

তারিখ 02 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তেলেছমাতি খেলা

সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে প্রণীত হয়েছে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের একটি অংশ এনজিও-দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ইতিমধ্যে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী বেশ কিছু ধাপের মহড়া সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আসল জায়গায় এসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা যেন চোখে সরষে ফুল দেখছেন।

এ কথা সবাই জানে যে, এনজিওগুলো দাতাসংস্থার কথায় কাজ করেন। তাই দাতা-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী বিগত ১ আগস্ট '৯৩ তারিখে ৩৩টি এনজিও বিভিন্ন থানায় নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে। কিন্তু অদ্যাবধি এগুলোতে ইউনিসেফ প্রতিশ্রুত ব্লাকবোর্ড, চক, হাজিরা খাতা ও বসার মাদুর দেয়ার কোনো উদ্যোগ নেই। অন্যদিকে ২১-৮-৯৩ ইং তারিখে চালুকৃত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর অবস্থাও আরও করুণ। সেখানে শুধুমাত্র 'শিক্ষক' নামক ব্যক্তি উপকরণ ছাড়া আর কোনো উপকরণ অদ্যাবধি দেয়া হয়নি। তাই বলি অনেক খেলাই আমরা দেখেছি এই দুনিয়ায়, কিন্তু উপকরণ ছাড়া শিক্ষাদানের তেলেছমাতি খেলা মনে হয় এই প্রথম শুরু হয়েছে। কর্মকর্তাদের গাড়ির এসি, ফাইভ ফাইভ সিগারেট, প্রকল্পের আলোচনায় হেভি ডিনার— কোনোটির কমতি বা অভাব নেই। কিন্তু অভাব হয় শুধু ঐ গরীব-অনাথ শিশুদের ক্ষেত্রে। অনেক আশা নিয়ে ওরা ভর্তি হয়েছে স্কুলে। কিন্তু সে আশা কি উপকরণ বিহীন স্কুলে পূরণ হবে? প্রশ্নটির জবাব ২০০০ সালের পরেই ঐসব শিশুদের মধ্যে একজন হয়ত দেবে।

সৈকত
চাঁচড়ার মোড়